রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৬ সনের ৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩১—১৫৫
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৮৭—২০২
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩—২৬
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	২৫—৫৮
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৯—২৫৭
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১১
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
মাঠ প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ কার্তিক ১৪২২/৯ নভেম্বর ২০১৫

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন নীতিমালা

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.২২.১০১.১৪-৫৪১—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও মানসম্মত জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ পদায়ন নীতিমালা জারি করছে। কর্মকর্তাগণকে মাঠ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পদায়নের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এ নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

২। সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিশ)

ক. বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নবযোগদানকৃত সহকারী কমিশনারগণকে নিজ বিভাগ ব্যতীত অন্য যে কোনো বিভাগে পদায়ন করা হবে;

খ. শিক্ষানবিশকালে কোনো কর্মকর্তাকে বদলি করা হবে না। তবে শুধু অনিবার্য প্রশাসনিক কারণে কোনো কর্মকর্তাকে একই বিভাগের আওতাধীন অন্য কোনো জেলায় বদলি করা যাবে।

৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি)

ক. চাকরির মেয়াদ ২(দুই) বছর পূর্তি এবং চাকরি স্থায়ীকরণের পর জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসরণ করে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে পদায়ন করা হবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে একজন কর্মকর্তা অন্যূন ২(দুই) বছর দায়িত্ব পালন করবেন;

খ. সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পদ হতে প্রত্যাহারের পর সহকারী কমিশনার/সিনিয়র সহকারী কমিশনার পদে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন বিভাগে ন্যস্ত করা হবে।

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ক. সিনিয়র স্কেল প্রাপ্তি এবং চাকরির মেয়াদ কমপক্ষে ৬(ছয়) বছর পূর্ণ হওয়ার পর একজন কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়নের নিমিত্ত যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকায় (ফিটলিস্ট) অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে;

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

খ. তালিকাভুক্ত একজন কর্মকর্তাকে তাঁর নিজ বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন বিভাগে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়নের জন্য ন্যস্ত করা হবে। কোন কর্মকর্তাকে তাঁর স্বামী বা স্ত্রীর জেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়ন করা যাবে না;

গ. উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কোনো কর্মকর্তার কর্মকাল হবে অন্যূন ২(দুই) বছর।

৫। **অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/সিনিয়র সহকারী সচিব**

ক. সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে চাকরির অভিজ্ঞতা এবং মোট চাকরিকাল কমপক্ষে ৮(আট) বছর পূর্তির পর কর্মকর্তাগণকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করা হবে;

খ. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়নের পূর্বে যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা (ফিটলিস্ট) প্রণয়ন করা হবে এবং তালিকাভুক্ত কর্মকর্তাগণকে সাধারণত নিজ বিভাগ ব্যতীত অন্য বিভাগে এবং স্বামী/স্ত্রীর নিজ জেলা ব্যতীত অন্য জেলায় পদায়ন করা হবে;

গ. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে কোনো কর্মকর্তার কর্মকাল হবে অন্যূন ২(দুই) বছর;

ঘ. মাঠ পর্যায়ে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোনো কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগে বা প্রেষণে কোনো পদে পদায়িত হবেন না। এ শর্ত ১-৭-২০০৬ খ্রি. তারিখে ও তৎপরবর্তীতে চাকরিতে যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৬। **জেলা ও উপজেলায় পদায়ন**

ক. মাঠ প্রশাসনে পদায়নের ক্ষেত্রে দেশের জেলাসমূহকে অবকাঠামোগত অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধাদি, রাজধানী/বিভাগ/জেলা শহর হতে দূরত্ব ইত্যাদি বিবেচনায় তিনটি শ্রেণিতে ('ক', 'খ' এবং 'গ') এবং উপজেলাসমূহকে চারটি শ্রেণিতে ('ক', 'খ' 'গ' এবং 'ঘ') বিন্যস্ত করা হল **(পরিশিষ্ট-ক এবং খ);**

খ. কর্মকর্তাগণকে জ্যেষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতা বিবেচনায় বিভিন্ন শ্রেণির জেলা/উপজেলায় পদায়ন করা হবে;

গ. পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম কর্মস্থলে সর্বোচ্চ কর্মকাল হবে ২(দুই) বছর।

৭। **অন্যান্য**

ক. কোনো কর্মকর্তাকে একই জেলায় একাধিকবার পদায়ন করা যাবে না। তবে শিক্ষানবিশকালে পদায়নকে নিয়মিত পদায়ন হিসেবে গণ্য করা হবে না;

খ. কোনো কর্মকর্তার উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মরত পদে ন্যূনতম চাকরিকালের শর্ত শিথিল করা যাবে;

গ. কোনো কর্মকর্তার নিজের অথবা স্ত্রী/স্বামী/সন্তানের দুরারোগ্য ব্যাধির সুষ্ঠু চিকিৎসার স্বার্থে মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে সুবিধাজনক স্থানে পদায়ন করা যাবে;

ঘ. কোনো কর্মকর্তার স্ত্রী/স্বামী উভয়েই চাকরিজীবী হলে একই কর্মস্থলে বা যথাসম্ভব নিকটবর্তী কর্মস্থলে পদায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে;

ঙ. নিয়োগ/পদায়নের প্রজ্ঞাপনে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হবে। যৌক্তিক কারণ ব্যতীত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কোনো কর্মকর্তা তাঁর বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে ব্যর্থ হলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে;

চ. চাকরি স্থায়ীকরণ এবং মাঠ প্রশাসনের চাকরি ৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পর কোন কর্মকর্তাকে মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী সচিবের একান্ত সচিব/সহকারী একান্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যাবে।

৮। **বিভিন্ন পদে ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ**

কোন কর্মকর্তাকে নিম্ন সারণির বিভিন্ন পদের বিপরীতে বর্ণিত ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে:

ক্রম	পদের নাম	ন্যূনতম কর্মকাল
১.	সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিশ)	২ বছর (প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ সম্পাদনের জন্য)
২.	সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার (ভূমি)/সিনিয়র সহকারী কমিশনার	৪ বছর
৩.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	২ বছর
৪.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/সিনিয়র সহকারী সচিব/সমপদ	২ বছর

৯। জনস্বার্থে জারিকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

পরিশিষ্ট-ক

পদায়নের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির জেলার নাম:

ক শ্রেণি	খ শ্রেণি	গ শ্রেণি
ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বগুড়া, নোয়াখালী, কুমিল্লা, পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, কক্সবাজার। (মোট-২৫টি জেলা)	গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, মাগুরা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। (মোট-২০টি জেলা)	শেরপুর, বরগুনা, পিরোজপুর, ভোলা, ঝালকাঠি, মেহেরপুর, লালমনিরহাট, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, নেত্রকোণা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, বান্দরবান পার্বত্য জেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। (মোট-১৯টি জেলা)

পরিশিষ্ট-খ

পদায়নের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির উপজেলার নামঃ

ক্রম	জেলা	ক শ্রেণি	খ শ্রেণি	গ শ্রেণি	ঘ শ্রেণি
১.	ঢাকা	ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ	দোহার, নবাবগঞ্জ		
২.	গাজীপুর	গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর			
৩.	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, পলাশ	রায়পুরা, শিবপুর, মনোহরদী, বেলাবো		
৪.	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, সিংগাইর, শিবালয়	সাটুরিয়া	হরিরামপুর, ঘিওর	দৌলতপুর
৫.	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর, শ্রীনগর, সিরাজদিখান	লৌহজং, টঙ্গীবাড়ী, গজারিয়া		
৬.	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর, সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, বন্দর			
৭.	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	বোয়ালমারী, ভাংগা, মধুখালী, নগরকান্দা	সদরপুর, সালথা, আলফাডাঙ্গা	চরভদ্রাসন
৮.	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর		কালকিনি, রাজৈর	শিবচর
৯.	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গীপাড়া		কাশিয়ানী, মকসুদপুর	কোটালীপাড়া
১০.	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	গোয়ালন্দ, পাংশা	কালুখালী, বালিয়াকান্দি	
১১.	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর		ডামুড্যা, জাজিরা, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া, গোসাইরহাট	
১২.	জামালপুর	জামালপুর সদর	মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী	মাদারগঞ্জ, ইসলামপুর	দেওয়ানগঞ্জ, বক্সীগঞ্জ
১৩.	শেরপুর	শেরপুর সদর	নকলা	শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতি, নালিতাবাড়ী	
১৪.	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, ভালুকা, ত্রিশাল, মুক্তাগাছা	ফুলপুর, ইশ্বরগঞ্জ, গৌরীপুর, গফরগাঁও, নান্দাইল, ফুলবাড়িয়া, হালুয়াঘাট	তারাকান্দা	ধোবাউড়া
১৫.	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, ভৈরব	বাজিতপুর, কটিয়াদী, কুলিয়ারচর, করিমগঞ্জ, হোসেনপুর	তাড়াইল, পাকুন্দিয়া	অষ্টগ্রাম, ইটনা, মিঠামইন, নিকলী
১৬.	নেত্রকোণা	নেত্রকোণা সদর	মোহনগঞ্জ, বারহাট্টা	কেন্দুয়া, আটপাড়া, পূর্বধলা	দূর্গাপুর, মদন, কলমাকান্দা, খালিয়াজুরী
১৭.	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর, কালিহাতী, মির্জাপুর, মধুপুর, ঘাটাইল	ভূঞাপুর, নাগরপুর, গোপালপুর, বাসাইল, দেলদুয়ার	সখিপুর, ধনবাড়ী	
১৮.	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা, মিরশরাই, হাটহাজারী, সীতাকুন্ড, পটিয়া, চন্দনাইশ, ফটিকছড়ি, বোয়ালখালী, রাঙ্গুনিয়া, সাতকানিয়া	লোহাগাড়া, বাঁশখালী	রাউজান	সন্দ্বীপ
১৯.	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, রামু	উখিয়া, টেকনাফ	পেকুয়া	কুতুবদিয়া, মহেশখালী
২০.	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই	কাউখালী		ননিয়ারচর, বরকল, বিলাইছড়ি, লংগদু, বাঘাইছড়ি, রাজস্থলী, জুরাইছড়ি

ক্রম	জেলা	ক শ্রেণি	খ শ্রেণি	গ শ্রেণি	ঘ শ্রেণি
২১.	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর		মহালছড়ি, দীঘিনালা, পানছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, লক্ষ্মীছড়ি, গুইমারা	
২২.	বান্দরবান	বান্দরবান সদর		লামা, রোমা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি	থানছি
২৩.	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ, লাকসাম, বুড়িচং, বরুড়া, দেবীদ্বার, চান্দিনা, ব্রাহ্মণপাড়া, চৌদ্দগ্রাম, দাউদকান্দি	মনোহরগঞ্জ, হোমনা, তিতাস, মুরাদনগর, নাংগলকোট		মেঘনা
২৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, আশুগঞ্জ, বিজয়নগর, আখাউড়া	কসবা, নবীনগর, সরাইল	বাঞ্ছারামপুর, নাসিরনগর	
২৫.	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, হাজিগঞ্জ	ফরিদগঞ্জ, মতলব দক্ষিণ, কচুয়া, শাহরাস্তি		হাইমচর, মতলব উত্তর
২৬.	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, বেগমগঞ্জ	সেনবাগ, চাটখিল, কোম্পানীগঞ্জ, সোনাইমুড়ি	কবিরহাট, সুবর্ণচর	হাতিয়া
২৭.	ফেনী	ফেনী সদর	ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, দাগনভুইয়া	সোনাগাজী, ফুলগাজী	
২৮.	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	রামগঞ্জ, রায়পুর	রামগতি, কমলনগর	
২৯.	রাজশাহী	পবা, মোহনপুর, পুঠিয়া	বাগমারা, দূর্গাপুর	গোদাগাড়ী, তানোর, চারঘাট, বাঘা	
৩০.	নাটোর	নাটোর সদর, সিংড়া	বাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর	লালপুর, নলডাঙ্গা	
৩১.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর	নাচোল	ভোলাহাট
৩২.	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, মান্দা, পত্নীতলা, মহাদেবপুর		নিয়ামতপুর, রাণীনগর, বদলগাছী, ধামুইরহাট, পোরশা, শাপাহার, আত্রাই	
৩৩.	পাবনা	পাবনা সদর, ইশ্বরদী	আটঘরিয়া, চাটমোহর, সাঁথিয়া, সুজানগর, বেড়া	ভাংগুড়া, ফরিদপুর	
৩৪.	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর	কামারখন্দ, রায়গঞ্জ, বেলকুচি	তাড়াশ	চৌহালী, কাজীপুর
৩৫.	বগুড়া	বগুড়া সদর, শেরপুর, শাহজাহানপুর, শিবগঞ্জ	দুপচাঁচিয়া, আদমদীঘি, গাবতলী	সারিয়াকান্দি, নন্দীগ্রাম, কাহালু, ধুনট, সোনাতলা	
৩৬.	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	পাঁচবিবি	ক্ষেতলাল, আক্কেলপুর, কালাই	
৩৭.	রংপুর	রংপুর সদর, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ	পীরগাছা, তারাগঞ্জ	গংগাচড়া, বদরগঞ্জ, কাউনিয়া	
৩৮.	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	ফুলবাড়ী, বীরগঞ্জ, বিরামপুর, পার্বতীপুর	বিরল, কাহারোল, বোচাগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর, খানসামা, ঘোড়াঘাট, চিরিরবন্দর	
৩৯.	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর		রাণীশংকৈল, হরিপুর, বালিয়াডাংগী, পীরগঞ্জ	
৪০.	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	বোদা	আটোয়ারী, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া	

ক্রম	জেলা	ক শ্রেণি	খ শ্রেণি	গ শ্রেণি	ঘ শ্রেণি
৪১.	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর		কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, ডিমলা, ডোমার	
৪২.	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	নাগেশ্বরী, রাজারহাট	চিলমারী, ফুলবাড়ী, ভুরুঙ্গামারী, উলিপুর	রাজিবপুর, রৌমারী
৪৩.	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ		সাদুল্যাপুর, সাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ	ফুলছড়ি
৪৪.	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর		কালিগঞ্জ, হাতিবান্ধা, আদিতমারী, পাটগ্রাম	
৪৫.	খুলনা	ফুলতলা, বটিয়াঘাটা	দিঘলিয়া, রূপসা, ডুমুরিয়া	পাইকগাছা, তেরখাদা	দাকোপ, কয়রা
৪৬.	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	মোল্লাহাট, কচুয়া, ফকিরহাট, মংলা, মোড়েলগঞ্জ, রামপাল	চিতলমারী	শরণখোলা
৪৭.	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	কলারোয়া, দেবহাটা	আশাশুনি, তালা, কালিগঞ্জ	শ্যামনগর
৪৮.	যশোর	যশোর সদর, শার্শা, ঝিকরগাছা, অভয়নগর, কেশবপুর	মণিরামপুর, বাগারপাড়া, চৌগাছা		
৪৯.	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ	কোটচাঁদপুর, শৈলকুপা	মহেষপুর, হরিণাকুন্ডু	
৫০.	মাগুরা	মাগুরা সদর	শালিখা, শ্রীপুর, মোহম্মদপুর		
৫১.	নড়াইল	নড়াইল সদর		লোহাগড়া, কালিয়া	
৫২.	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	মুজিবনগর	গাংনী	
৫৩.	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী	ভেড়ামারা, খোকসা	মিরপুর, দৌলতপুর	
৫৪.	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর		আলমডাঙ্গা, দামুরহুদা, জীবননগর	
৫৫.	বরিশাল	বরিশাল সদর	গৌরনদী, বাবুগঞ্জ, আগৈলঝরা	বাকেরগঞ্জ, বানারীপাড়া, উজিরপুর	মুলাদী, হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ
৫৬.	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর		রাজাপুর, নলছিটি, কাঠালিয়া	
৫৭.	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	ভান্ডারিয়া	নাজিরপুর, কাউখালী, মঠবাড়িয়া, নেছারাবাদ	জিয়ানগর
৫৮.	ভোলা	ভোলা সদর		দৌলতখান, তজুমুদ্দিন, বোরহানউদ্দিন, লালমোহন	মনপুরা, চরফ্যাশন
৫৯.	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	বাউফল	মির্জাগঞ্জ, দুমকী	গলাচিপা, কলাপাড়া, দশমিনা, রাঙ্গাবালী
৬০.	বরগুনা	বরগুনা সদর	আমতলী	তালতলী	বেতাগী, বামনা, পাথরঘাটা
৬১.	সিলেট	সিলেট সদর, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, গোলাপগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, বিয়ানীবাজার, ওসমানীনগর		কানাইঘাট, জকিগঞ্জ, জৈন্তাপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট	
৬২.	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল	বড়লেখা, কমলগঞ্জ, রাজনগর	জুড়ী	
৬৩.	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, মাধবপুর	নবীগঞ্জ, বাহুবল, চুনারুঘাট	বানিয়াচং, লাখাই	আজমিরীগঞ্জ
৬৪.	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, ছাতক	জগন্নাথপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	দিরাই	বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, শাল্লা, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, দোয়ারাবাজার

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ কার্তিক ১৪২২/২৫ অক্টোবর ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৭.১৫.০৩৮.১১-৫১১—অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-১ এর ৫-২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৭.১৫১.০১৫.০৫.০০.০০৯.২০১১/৪০ সংখ্যক স্মারক ও বাস্তবায়ন শাখা-২ এর ৩০-৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৫.০১২-১১৮২ নম্বর স্মারক পত্রে প্রদত্ত সম্মতি; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সম্মতি; এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১১-৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৪.১৫-১৬৭ সংখ্যক স্মারকে প্রেরিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর এ ১(এক)টি সহকারী কমিশনারের পদ স্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি :

ক্রম	পদের নাম	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন স্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুসারে)	বেতন নির্ধারণের শর্ত/ভিত্তি	পদের সংখ্যা
(১)	সহকারী কমিশনার	টা. ১১,০০০-২০৩৭০ (৯ নম্বর গ্রেড)	ক্যাডার সার্ভিস পদ। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদায়নের শর্তে।	১(এক)টি

২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট খাত হতে এ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৩। বিধি মোতাবেক সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

খালেদা আখতার
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ কার্তিক ১৪২২/৯ নভেম্বর ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০১৪.২০০৫-৩৬২(এ)—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির (৪৬৬১), প্রাক্তন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "দুর্নীতিপরায়ণ" (Corrupt) এর অভিযোগে ৯-১০-২০০৫ তারিখে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব এবং তাঁর আবেদনমতে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিষয়টি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) (সি) বিধি মোতাবেক চাকুরি থেকে অপসারণ করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে কেন তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৬) বিধি মোতাবেক ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) (সি) বিধি মোতাবেক চাকুরি থেকে অপসারণ করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে কমিশন জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির (৪৬৬১) কে চাকুরি থেকে অপসারণ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির (৪৬৬১) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় চাকুরি থেকে অপসারণ করার প্রস্তাব করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁকে নিম্নতর টাইমস্কেলে নামিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন;

যেহেতু জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির (৪৬৬১) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি অনুযায়ী নিম্নতর টাইমস্কেলে (Reduction to a lower time-scale) নামিয়ে দেয়ার গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে রিভিউ আবেদন করলে উক্ত রিভিউ আবেদনটি নামঞ্জুর হয়। পরবর্তীতে তিনি ঢাকাস্থ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ এ মামলা নং এ,টি, ১১৬/২০০৯ দায়ের করলে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ দোতরফা সূত্রে মামলাটি না-মঞ্জুর করে আদেশ দেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ এর আদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে এ,এ,টি, মামলা নং ১১০/২০১১ দায়ের করেন। বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল বিগত ১১-৩-২০১২ তারিখে নিম্নরূপ রায় প্রদান করেন;

"অত্র প্রশাসনিক আপীল মামলাটি প্রতিপক্ষগণের উপস্থিতিতে দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হইল। ঢাকা ১ম প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এ,টি, ১১৬/০৯ নং মামলায় বিজ্ঞ সদস্য বিগত ২০-৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখ প্রার্থীর মামলা নামঞ্জুর করিয়া যে রায় ও আদেশ প্রদান করিয়াছেন উহা রদ রহিত করা হইল। কর্তৃপক্ষের তর্কিত বিগত ৯-২-০৯ খ্রিঃ তারিখের শাস্তির আদেশ বেআইনী ও বাতিলগণ্যে উহা প্রার্থীর উপর বাধ্যকর নহে মর্মে ঘোষণা করা হইল। বিগত ৯-২-০৯ খ্রিঃ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত প্রার্থী যে টাইমস্কেলে বেতন ভাতাদি গ্রহণ করিতেছিলেন তাহা প্রদানপূর্বক বকেয়া বেতন ভাতাদি ও যাবতীয় চাকুরীর সুবিধাদি প্রদান করার

জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। এ,টি ১১৬/০৯ নং মামলা দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর করা হইল"। বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে লীভ-টু-আপীল নং ১৯৮/২০১৩ দায়ের করলে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ১৫-৩-২০১৫ তারিখের আদেশে মামলাটি খারিজ করা হয়।

যেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল এ দায়েরকৃত এ,এ,টি ১১০/২০১১ নং মামলায় ১১-৩-২০১২ তারিখের রায় ও আদেশের ভিত্তিতে এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ১৫-৩-২০১৫ তারিখের লীভ-টু-আপীল নং ১৯৮/২০১৩ নিষ্পত্তির আলোকে রায় ও আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে সানুগ্রহ সম্মতি প্রদান করেছেন;

সেহেতু জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির (৪৬৬১) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক ১(এক) বছরের জন্য নিম্নতর টাইমস্কেলে (Reduction to a lower time-scale) নামিয়ে দেয়ার গুরুদণ্ড প্রদান সংক্রান্ত বিগত ৯-২-২০০৯ তারিখের সম/ডি৪(বিমা)-১৪/২০০৫-৫৭ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত শাস্তির আদেশ বাতিলপূর্বক তাঁকে উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ কার্তিক ১৪২২/৮ নভেম্বর ২০১৫

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৭.২০১৫-৪৬৪—যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (৫৮৪১), মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের অনুমতি ব্যতীত আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ঢাকাস্থ সেন্টারের মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। উক্ত ইউনিভার্সিটির পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ভর্তির অনুমতি প্রদান করবে না মর্মে অবহিত হয়েও তিনি বর্ণিত ডিগ্রি অর্জনের ভূতাপেক্ষ অনুমতির আবেদন করেন। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct)-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাকে কারণ দর্শাতে এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১৩-৯-২০১৫ তারিখে অভিযোগ হতে অব্যাহতির প্রার্থনা করে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে গত ৪-১১-২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা অভিযোগ সমর্থন করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ শুনানিতে বলেন যে, ২০১০ সালে তিনি আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ঢাকাস্থ সেন্টারের মাধ্যমে পিএইচডি কোর্সে ভর্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। দীর্ঘ তিন বছরেও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় এবং ২০১৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রি অনুমোদনের কারণে তিনি বর্ণিত ডিগ্রি অর্জনের ভূতাপেক্ষ আবেদন করেন। এ ভুলের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct)-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (৫৮৪১), মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct)-এর আনীত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি মোতাবেক তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[শুল্ক]

বিশেষ আদেশ

তারিখ, ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২২/১৬ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩৯/২০১৫/শুল্ক।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সোনামসজিদ স্থল শুল্ক স্টেশন, চাঁপাইনবাবগঞ্জে মেসার্স ডিবিএস ডিউটি ফ্রি নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বন্ড লাইসেন্স নং-০১/কাস- পিবিডব্লিউ/২০১৫, তাং ২৮-১০-১৫) বিপরীতে ৩০ জুন ২০১৬ সময় পর্যন্ত নিম্নেবর্ণিত সাময়িক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডঃ)
(১)	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	১,০০,০০০.০০
(২)	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস্	৩৫,০০০.০০
(৩)	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	৩০,০০০.০০
(৪)	কনফেকশনারী ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট্ আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	৩৫,০০০.০০
	সর্বমোট=	২,০০,০০০.০০

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

হুসেইন আহমেদ
সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৩

আদেশ

তারিখ, ২২ নভেম্বর ২০১৫

নং ৬৪৩ বিচার-৩/১ডি-৩/৯৫(অংশ)—যেহেতু, কুড়িগ্রামের তৎকালীন সাব জজ (যুগ্ম জেলা জজ) জনাব সৈয়দ আবদুল্লাহ সহিদ (বর্তমানে বরখাস্তকৃত) এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে রুজুকৃত ৩/৯৫ নং বিভাগীয় মোকদ্দমায় তাঁকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩) (ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব সৈয়দ আবদুল্লাহ সহিদ উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ঢাকাস্থ প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালে দায়েরকৃত ৩০/২০১০(নতুন) এবং ১৩১/২০০৮(পুরাতন) নং মামলায় তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) আদেশ alter করে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) দানের রায় প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, ঢাকাস্থ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ঢাকাস্থ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত ১৬৫/২০১০ নং আপীল মামলার রায়ে আপীল মামলাটি নামঞ্জুর করে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায় বহাল রাখেন; এবং

যেহেতু, ঢাকাস্থ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ১৬৫/২০১০ নং আপীল মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত ১৪২৫/২০১২ নং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীলটি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ডিসমিস করেন; এবং

যেহেতু, জনাব সৈয়দ আবদুল্লাহ সহিদ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ৩/৯৫ নং বিভাগীয় মোকদ্দমায় সরকার পক্ষের সকল আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, ঢাকাস্থ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের রায়ের আলোকে কুড়িগ্রামের তৎকালীন সাব জজ (যুগ্ম জেলা জজ) জনাব সৈয়দ আবদুল্লাহ সহিদ-কে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) আদেশ alter করে তাঁকে বিগত ১০-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) প্রদান করা হ'ল। এরূপ বাধ্যতামূলক অবসর দানের ফলে তিনি আদালতের রায়ে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী অবসর সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

২। এতদ্বারা অত্র মন্ত্রণালয়ের ১০-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের ৩১-বিচার-৩/১ডি-৩/৯৫ নং আদেশটি বাতিল করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ, ১৮ নভেম্বর ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-৪০/২০১৫-৬৮৩—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী, পিতা মরহুম মেহের আলী কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইলঃ—

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপ-সচিব (প্রশাসন-২)।

[স্থলাভিষিক্তকরণ]

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ৪ নভেম্বর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৬৫/২০১৫-৫৮০—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মনি চট্টোপাধ্যায়, পিতা মৃত খিতিশ চট্টোপাধ্যায়, মাতা হিরন চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম হাটিয়ারী, ডাকঘর বোগদইড়হাট, উপজেলা কাহারোল, জেলা দিনাজপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলায় পূর্বের নিয়োগকৃত হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক জনাব পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা মৃত প্রেমহরি চক্রবর্তীকে উক্ত উপজেলার ১নং ডাবর, ২নং রসুলপুর ও ৩নং মোকন্দপুর ইউনিয়নে বহাল রেখে অবশিষ্ট ৪নং তারগাঁও, ৫নং সুন্দরপুর ও ৬নং রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের জন্য আপনাকে হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

ওয়াসিম শেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৪৮/২০১৩-৬১৭—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব প্রবীর কুমার চক্রবর্তী, পিতা প্রদুৎ কুমার চক্রবর্তী, গ্রাম ও ডাকঘর সিংড়া, উপজেলা শালিখা, জেলা মাগুড়া।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাগুড়া জেলার শালিখা উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-০৮/৯৮-৬১৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আবুল খায়ের, পিতা মোঃ মেনহাজ উদ্দিন, মাতা মোসাঃ আনোয়রা, গ্রাম কচুপাত্রা, ডাকঘর কচুপাত্রা, উপজেলা তালতলী, জেলা বরগুনা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ৪নং শারিকখালী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ, ২২ নভেম্বর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-১১৬/৮৭(অংশ)-৬২২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, পিতা মৃত তফাজ্জল বারী, মাতা ছকিনা বেগম, হোনা হাজার গো নতুন বাড়ী, আদর্শ গ্রাম, গ্রাম হরিশপুর, ওয়ার্ড নং-০৯, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার ৮নং হরিশপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ, ২৪ নভেম্বর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৩২/৮৬-৬৩০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ ইলিয়াছ আযম আশরফী, পিতা মোঃ ইউছুপ আশরাফী, মাতা মৃত সিরাজ খাতুন, গ্রাম বনরুপা, ওয়ার্ড নং-০৭, ডাকঘর রাঙ্গামাটি-৪৫০০, উপজেলা রাঙ্গামাটি সদর, জেলা রাঙ্গামাটি।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাঙ্গামাটি জেলার সদর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-০৮/২০০৪-৬৩১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ নূর সায়েম, পিতা মৃত মকবুল হোসাইন, মাতা রাবেয়া, গ্রাম সকিনা, ডাকঘর সকিনা, উপজেলা তালতলী, জেলা বরগুনা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি

দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ৭নং সোনাকাটা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

ওয়াসিম সেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ কার্তিক ১৪২২/১২ নভেম্বর ২০১৫

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৫০.১২-৩৯৫—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শফিউজ্জামান, সহকারী পরিচালক (পরিচিতি নম্বর ১২৯) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-এর খুলনা শাখায় ১২ জুন ২০১০ তারিখ থেকে Transfrontier-এর দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তাঁকে ভোমরা স্থল বন্দরের কোন দায়িত্ব না দেয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহের নামে উক্ত স্থল বন্দরের সিএন্ডএফ এজেন্টসহ বিভিন্ন পেশার লোকজনের সাথে যোগাযোগ করেন;

যেহেতু, তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আর্থিক লাভের আশায় ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে লিপ্ত ছিলেন মর্মে তদন্ত আদালতের নিকট স্বীকার করেন। ভোমরা স্থল বন্দর ও সিএন্ডএফ এজেন্ট জনাব মোঃ আবু মুছার নিকট থেকে জনৈক হাসান জামানের মাধ্যমে তিনি ঘুষ হিসেবে সাপ্তাহিক ২০ (কুড়ি) হাজার টাকা গ্রহণ করেন এবং ভোমরা স্থল বন্দর থেকে সাপ্তাহিক ২০-২৫ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণের বিষয়টি সাক্ষীগণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হলেও তিনি সর্বমোট ৭০-৮০ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণের কথা তদন্ত আদালতের নিকট স্বীকার করেছেন;

যেহেতু, তিনি ভোমরা স্থল বন্দরে ডিজিএফআই-এর উপস্থিতি বাতিল করার জন্য মোঃ আবু মুছাকে ডিজিএফআই-এর বিরুদ্ধে মিছিল বের করার প্ররোচনা দেন। তিনি অসাধু ব্যবসায়ী, সিএন্ডএফ এজেন্ট, কাস্টমস্ এবং অন্যান্য সংস্থার ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করেন এবং বন্দরে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অবতারণা করে সরকার তথা ডিজিএফআই-এর উপর চাপ সৃষ্টি করে অবৈধ কর্মকাণ্ডের সুযোগ তৈরি করার অপপ্রয়াস চালান;

যেহেতু, তিনি সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা বন্দরস্থ অসাধু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ঘুষের টাকা গ্রহণের যে সকল সাক্ষী ছিল তাঁদের হত্যা/আহত করার পরিকল্পনা করেন। তিনি ডিজিএফআই খুলনা শাখার অধিনায়ক ও কর্মকর্তাদেরকে বদলি করানোর অপপ্রচেষ্টায় মোঃ আবু মুছাকে প্ররোচনা দেন এবং এ উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান ও মহাপরিচালক, ডিজিএফআই-এর নিকট মিথ্যা অভিযোগ প্রেরণ করার চেষ্টায় মদদ দেন ও পত্র প্রেরণের ঠিকানা প্রকাশ করেন। তা ছাড়া তিনি নিজের ঘুষ গ্রহণের বিষয়টি অপর কর্মকর্তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁদের ফাঁসানোর/অন্যত্র বদলির পরিকল্পনা করেন;

যেহেতু, তিনি ডিজিএফআই-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বেসামরিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক অপবাদ দেয়া, ডিজিএফআই-এর কার্যক্রমকে প্রশ্রয় না দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং খুলনা শাখাস্থ বিভিন্ন গোয়েন্দা সিদ্ধান্তের বিষয়ে গোপনে বেসামরিক পরিমণ্ডলে আলোচনা করে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মত একটি সংবেদনশীল গোয়েন্দা সংস্থার ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন এবং তিনি খুলনা শাখাস্থ গোয়েন্দা মাঠকর্মীদের পরিচয়, দৈহিক গঠন ও তাঁদের মোতায়েন স্থান সম্পর্কিত তথ্য বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রদান করেন;

যেহেতু, তিনি সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা বন্দরস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ চক্রকে (ঘুষ প্রদানকারী দল) সুবিধা প্রদানের জন্য শাখা অধিনায়কের অনুমতি ব্যতীত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত আদালতের নিকট তিনি অকপটে স্বীকার করেন এবং তাঁর কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত বলে জানান;

যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961'-এর 7(2) ধারা অনুসারে 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগে 9(4)অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামার বিষয়ে তাঁর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেছেন এর উপর ভিত্তি করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961'-এর 11(1) উপবিধি অনুসারে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার বক্তব্য নিম্নরূপ:

(ক) গোয়েন্দা সংস্থার বেসামরিক কর্মকর্তা হিসাবে ভোমরা স্থল বন্দরস্থ অসাধু ব্যবসায়ী চক্র জনাব আবু মুসা ও ও জনাব হাসান জামানের কাছ থেকে নিয়মিত (সাপ্তাহিক) ১৫/২০ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণসহ বিভিন্ন সময়ে তাঁর অবৈধভাবে আর্থিক লেনদেনে জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত;

(খ) তাঁর ঘুষ গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ততার তথ্য প্রকাশ রোধকল্পে ঘুষ প্রদানের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আহত/মেরে ফেলার নির্দেশ প্রদানসহ ভোমরা বন্দরস্থ ডিজিএফআই-এর কার্যক্রম সীমিত করার জন্য মিছিল/র‍্যালী বের করার নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর অসদাচরণের বিষয়টি প্রমাণিত;

(গ) বেসামরিক পরিমণ্ডলে ডিজিএফআই-এর কর্মকর্তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার জন্য এবং কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ সংক্রান্ত পত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান এবং মহাপরিচালক, ডিজিএফআই বরাবর প্রেরণের মদদ প্রদানসহ পত্র প্রেরণের ঠিকানা প্রদান করার ক্ষেত্রে তাঁর অসদাচরণের বিষয়টি প্রমাণিত।

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961'-এর 8(1)(g) অনুযায়ী সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শফিউজ্জামানকে কেন সরকারি চাকরি থেকে অপসারণ (Removal) করা হবে না, তা এ বিধিমালার 9(4)(e) অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শফিউজ্জামানের নিকট থেকে প্রাপ্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় উল্লিখিত অভিযোগে তিনি দোষী মর্মে প্রমাণিত হন। তবে তাঁর চাকরির বয়স ও পরিবারের কথা বিবেচনা করে, বরখাস্ত/অপসারণ না করে গুরুদণ্ড হিসেবে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961'-এর 8(1)(f) অনুযায়ী প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে বাধ্যতামূলক অবসরের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাসহ সরকারি চাকরি থেকে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement) প্রদানের প্রস্তাবটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961'-এর 8(1)(f) অনুযায়ী প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরে নিয়োজিত প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শফিউজ্জামান (পরিচিতি নম্বর ১২৯)-কে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে বাধ্যতামূলক অবসরের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাসহ সরকারি চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory retirement) প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২২/২৪ নভেম্বর ২০১৫

নং ২৩.০০.০০০০.০১০.১১.০০২.১৫-৩৪৮—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৩১ মার্চ ২০১১ তারিখের ০৫.১৭০.০২২.২৪.০০.০৫০.২০১০-১৩৮ সংখ্যক পরিপত্র এবং ১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের ০৫.১৭০.০২২.২৪.০০.০৫০.২০১০-৩৯০ সংখ্যক স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইতঃপূর্বে এতদসংক্রান্ত গঠিত কমিটি বাতিলপূর্বক এ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নসংগঠনের সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর প্রতিরক্ষা খাত থেকে বেতন প্রাপ্ত ১ম ও ২য় শ্রেণির বেসামরিক পদে এডহকভিত্তিক সরাসরি নিয়োগ এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের আওতাবহির্ভূত ১ম ও ২য় শ্রেণির বেসামরিক পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে দুটি পৃথক বিভাগীয় নিয়োগ কমিটি পুনর্গঠন করা হল :

(ক) ১ম শ্রেণির বেসমারিক পদে এডহকভিত্তিক সরাসরি নিয়োগ এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের আওতাবহির্ভূত ১ম শ্রেণির বেসামরিক পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদান বিষয়ক কমিটি :

সভাপতি

(১) সচিব/সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(৩) অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(৪) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (জেনারেল) (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব)

সদস্য-সচিব

(৫) কন্ট্রোলার অব সিভিলিয়ান পার্সোনেল (সিসিপি)

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্তপূরণ সাপেক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নসংগঠনের সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর ১ম শ্রেণির পদে এডহকভিত্তিক সরাসরি নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান;

(২) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্তপূরণ সাপেক্ষে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের আওতাবহির্ভূত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নসংগঠনের সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর ১ম শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান;

(খ) ২য় শ্রেণির বেসামরিক পদে এডহকভিত্তিক সরাসরি নিয়াগ এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের আওতাবহির্ভূত ২য় শ্রেণির বেসামরিক পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদান বিষয়ক কমিটি:

সভাপতি

(১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (জেনারেল) (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব)

সদস্যবৃন্দ

(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(৩) অর্থ বিভাগের উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(৪) কন্ট্রোলার অব সিভিলিয়ান পার্সোনেল (সিসিপি)

সদস্য-সচিব

(৫) সংশ্লিষ্ট উপসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্তপূরণ সাপেক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নসংগঠনের সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর ২য় শ্রেণির পদে এডহকভিত্তিক সরাসরি নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান;

(২) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্তপূরণ সাপেক্ষে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের আওতাবহির্ভূত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নসংগঠনের সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর ২য় শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শামীম আল মামুন
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ: ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২২/২২ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.০৪৯.১৩.১৫-৪১২—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	চর সফর আলী	১১৪	রায়পুরা	নরসিংদী
(২)	নাওভাঙ্গা	৪	জামালপুর সদর	জামালপুর
(৩)	চর পক্ষীমারী	৭	শেরপুর সদর	শেরপুর
(৪)	তিলার্দ্দী	৪	মুন্সিগঞ্জ সদর	মুন্সিগঞ্জ
(৫)	হারিদিয়া	৯২	লৌহজং	মুন্সিগঞ্জ
(৬)	গাওদিয়া	৪৫	লৌহজং	মুন্সিগঞ্জ
(৭)	তেতৈতলা	১১	গজারিয়া	মুন্সিগঞ্জ
(৮)	নিবির চর	৭	গজারিয়া	মুন্সিগঞ্জ
(৯)	লক্ষীপুর	৮২	গজারিয়া	মুন্সিগঞ্জ
(১০)	সাত কাহনিয়া	৮১	গজারিয়া	মুন্সিগঞ্জ

নং ৩১.০৩৬.০০.০০০০.০৪৯.০০৯.২০১৪-৪১৫—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(১)	সোনানদিয়া	৩১	সারসা	যশোর
(২)	বুজতলা	৫২	সারসা	যশোর
(৩)	খাজুরা	৭৯	সারসা	যশোর
(৪)	ধানতারা	১৩৪	সারসা	যশোর
(৫)	কেরালখালী	৬৫	সারসা	যশোর
(৬)	শ্রীকোনা	৬৯	সারসা	যশোর
(৭)	জিরনগাছা	৮২	সারসা	যশোর
(৮)	বড়বাড়িয়া	১০৩	সারসা	যশোর
(৯)	বাগাডাঙ্গা	১০৫	সারসা	যশোর
(১০)	বালন্ড	১০৭	সারসা	যশোর
(১১)	দিঘা	১৩০	সারসা	যশোর
(১২)	মহিষা	১৩৩	সারসা	যশোর
(১৩)	তেলিকুড়	১২৩	মণিরামপুর	যশোর
(১৪)	পারিয়ালী	১৫৪	মণিরামপুর	যশোর
(১৫)	বাজে চালুয়াহাটী	১৯১	মণিরামপুর	যশোর
(১৬)	খাটুয়াডাঙ্গা	২২৮	মণিরামপুর	যশোর
(১৭)	কাজিয়াড়া	২২৯	মণিরামপুর	যশোর

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(১৮)	শ্যামনগর	২৩৪	মণিরামপুর	যশোর
(১৯)	সরাপপুর	১৩	কেশবপুর	যশোর
(২০)	শ্রীপুর	৪২	কেশবপুর	যশোর
(২১)	বরেঙ্গা	৮৩	কেশবপুর	যশোর
(২২)	মঙ্গলকোট	৮৫	কেশবপুর	যশোর
(২৩)	লালপুর	৯২	কেশবপুর	যশোর
(২৪)	নারায়ণপুর	১২১	কেশবপুর	যশোর
(২৫)	আড়ুয়া	১২৫	কেশবপুর	যশোর
(২৬)	মহাদেবপুর	৪৯	কেশবপুর	যশোর
(২৭)	পুরাটাল	২	অভয়নগর	যশোর
(২৮)	মশরহাটী	২১	অভয়নগর	যশোর
(২৯)	বনগ্রাম	৭২	অভয়নগর	যশোর
(৩০)	সমসপুর	৪৫	অভয়নগর	যশোর
(৩১)	পাঁচবাড়িয়া	৭৬	বাঘারপাড়া	যশোর
(৩২)	আমুড়িয়া	১৫৩	বাঘারপাড়া	যশোর
(৩৩)	মৃজাপুর	৭৩	চৌগাছা	যশোর
(৩৪)	আড়পাড়া	৮০	চৌগাছা	যশোর
(৩৫)	চারাবাড়ী	৮৫	চৌগাছা	যশোর
(৩৬)	সলুয়া	৯১	চৌগাছা	যশোর
(৩৭)	ফুলসরা	৯২	চৌগাছা	যশোর
(৩৮)	যাত্রাপুর	৬১	চৌগাছা	যশোর
(৩৯)	চান্দা	৮৯	চৌগাছা	যশোর
(৪০)	গোপীনাথপুর	১৩৫	চৌগাছা	যশোর
(৪১)	বিল এড়ল	১৩৬	চৌগাছা	যশোর
(৪২)	ধর্ম্মপাড়া	২৯	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ
(৪৩)	জাঙ্গালিয়া	২২	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ
(৪৪)	ধুলিয়াপাড়া	৩২	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ
(৪৫)	নারায়ণকান্দি	১৩	হরিণাকুণ্ড	ঝিনাইদহ
(৪৬)	বলরামপুর	২৫	হরিণাকুণ্ড	ঝিনাইদহ
(৪৭)	বৈঠাপাড়া	২৬	হরিণাকুণ্ড	ঝিনাইদহ
(৪৮)	পার ফলসী	২৭	হরিণাকুণ্ড	ঝিনাইদহ
(৪৯)	পোলতাডাঙ্গা	৩০	হরিণাকুণ্ড	ঝিনাইদহ
(৫০)	ভালুকী শীতলী	৪৪	হরিণাকুণ্ড	ঝিনাইদহ
(৫১)	শ্রীফলতলা	৫৪	হরিণাকুণ্ড	ঝিনাইদহ
(৫২)	ঝনঝনিয়া	১৪৪	কালিগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(৫৩)	খড়িকাডাঙ্গা	১৫৭	কালিগঞ্জ	ঝিনাইদহ
(৫৪)	কোটচাঁদপুর	৪৬	কোটচাঁদপুর	ঝিনাইদহ
(৫৫)	গুড়দহ	৩৬	মহেশপুর	ঝিনাইদহ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(৫৬)	মাটিলা	৫২	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
(৫৭)	জলুলী	৫৪	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
(৫৮)	চকদূর্গাপুর	৯২	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
(৫৯)	জাগুসা	৯৪	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
(৬০)	সৈয়দপুর	১৩৮	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
(৬১)	ফুলবাড়ী	০৭	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৬২)	মঘী	১৩৮	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৬৩)	কুকনা	১৪৫	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৬৪)	শত্রুজিৎপুর	১৬৫	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৬৫)	আমুরিয়া	১৯০	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৬৬)	কুচিয়ামোরা	১৯৭	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৬৭)	সাচিনী রাউতরা	৭৮	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৬৮)	পাকাখোর্দ্দ	৯৬	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৬৯)	আরাজিডেফলিয়া	১০৯	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৭০)	শ্রীকান্তপুর	১৮৫	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৭১)	গৌরি চরণপুর	৮১	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৭২)	শ্রীফলতলা	১০৩	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৭৩)	লস্করপুর	১১৫	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৭৪)	ধনপাড়া	১১৭	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৭৫)	জাগলা	১৩৭	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৭৬)	সংকোচখালি	১৭৯	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৭৭)	ফতেরহাট	২০৫	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৭৮)	নাঙ্গলবন্দ	০১	শ্রীপুর	মাগুরা
(৭৯)	বড়বিলা	১৪	শ্রীপুর	মাগুরা
(৮০)	কালীনগর	২৪	শ্রীপুর	মাগুরা
(৮১)	কুপুরিয়া	৫৪	শ্রীপুর	মাগুরা
(৮২)	তারাউজিয়াল	৬৮	শ্রীপুর	মাগুরা
(৮৩)	মাজাইল মাদারতলা	৮২	শ্রীপুর	মাগুরা
(৮৪)	রাজধরপুর	৮৩	শ্রীপুর	মাগুরা
(৮৫)	কানুটীয়া	৪০	মহম্মদপুর	মাগুরা
(৮৬)	বেথালিয়া	৪১	মহম্মদপুর	মাগুরা
(৮৭)	নারায়ণপুর	৬০	মহম্মদপুর	মাগুরা
(৮৮)	কলমধারি	৬৫	মহম্মদপুর	মাগুরা
(৮৯)	উথলী	১২৬	মহম্মদপুর	মাগুরা
(৯০)	দীঘা	২০	মহম্মদপুর	মাগুরা
(৯১)	পাঁচুরিয়া	৩৮	মহম্মদপুর	মাগুরা
(৯২)	ছোটকলমধারি	৬৭	মহম্মদপুর	মাগুরা
(৯৩)	খাটুর মাগুরা	০১	নড়াইল সদর	নড়াইল

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেল
(৯৪)	উরানি দূর্গাপুর	২০	নড়াইল সদর	নড়াইল
(৯৫)	সাধুখালী	৩৮	নড়াইল সদর	নড়াইল
(৯৬)	দলজিতপুর	৪৭	নড়াইল সদর	নড়াইল
(৯৭)	কাইচদহ	৮৬	নড়াইল সদর	নড়াইল
(৯৮)	মুশুরী	৯৮	নড়াইল সদর	নড়াইল
(৯৯)	শুবারঘোপ	১০৬	নড়াইল সদর	নড়াইল
(১০০)	বেতভিটা	১৩২	নড়াইল সদর	নড়াইল
(১০১)	বল্লারটোপ	১৩৩	নড়াইল সদর	নড়াইল
(১০২)	ফুলশর	১৩৫	নড়াইল সদর	নড়াইল
(১০৩)	গন্ধর্ব্বখালী	১৪২	নড়াইল সদর	নড়াইল
(১০৪)	কুড়ালিয়া	১৪৮	নড়াইল সদর	নড়াইল
(১০৫)	ধুড়িয়া আমবাড়িয়া	১৫৩	নড়াইল সদর	নড়াইল
(১০৬)	দক্ষিণ বালিয়াডাঙ্গা	১৭৬	নড়াইল সদর	নড়াইল

তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২২/২৩ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.২৩.১৫-৪১৯—১৮৭৫ সনের জরিপ আইনের (১৮৭৫ সনের ৫ আইন) এর ৩ ধারা এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ১নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(১)	রাজনগর আরাজী	৯৩	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.১৪-৪২০—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(১)	কমলাপুর	১১৬	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
(২)	ফরিদপুর	১১৮	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
(৩)	রঘুনন্দনপুর	১২৮	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
(৪)	উজান মল্লিক	৫১	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
(৫)	কামাইদিয়া	৫৯	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৬)	রাধানগর	১৩২	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৭)	পাটপাশার বাগাট	২১৯	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৮)	বানেশ্বরদী	২৩১	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৯)	ভাষানচর	০২	সদরপুর	ফরিদপুর
(১০)	যাত্রাবাড়ী	১৩	সদরপুর	ফরিদপুর
(১১)	কলারগাঁও	৮৩	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(১২)	দক্ষিণপাড়া	৮৪	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(১৩)	পাচক	৩০	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(১৪)	লোনসিংহ	৬৫	নড়িয়া	শরীয়তপুর

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(১৫)	হাসেরকান্দি	০৩	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(১৬)	মৃধাকান্দি	১৪	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(১৭)	ডগ্রী	২০	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(১৮)	চর কোটাপাড়া	২৬	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(১৯)	বড় বাড়ীগ্রাম	৬০	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(২০)	ভবানীপুর	১১৯	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
(২১)	তুলসীবরাট	১০২	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(২২)	সোন্দা	১৪০	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(২৩)	ইকরচর	১০৭	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(২৪)	পোটরা	১১৭	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(২৫)	আলঙ্গিডাঙ্গা	৩৮	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
(২৬)	খাগাইল	৪০	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(২৭)	বনগ্রাম	৭৩	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(২৮)	ছোটপা	০৬	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
(২৯)	রামশীল জহরের কান্দি	২২	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৩০)	চিতৈশী	৪৯	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৩১)	ডুমুরিয়া	৭৫	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৩২)	দেওপুরা	৮৭	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৩৩)	কাশিয়ানী	৩৬	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(৩৪)	ভাদুলিয়া	৮৮	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(৩৫)	শালিকাডাঙ্গা	৮৩	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(৩৬)	মহেশপুর	১১	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(৩৭)	ছোট বাহিরবাগ	১০৪	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(৩৮)	বড় বাহারা	১০৪	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(৩৯)	গাড়লগাতী	৩৩	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(৪০)	মহারাজপুর	৯৫	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(৪১)	গোবিন্দপুর	২৫	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
(৪২)	দত্ত কেন্দুয়া	৪৬	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
(৪৩)	চর খোয়াজপুর	৯৭	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর

তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২২/২৪ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৮.২০১৪-৪২১—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(১)	চর মৈষাদী	১০৮	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসিচব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১
ঘ-ফরম
নেত্রকোণা জেলার (সাবেক ময়মনসিংহ জেলা)
এল.এ কেস নং-৪৮/৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.১৫-৪৩৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৮-০৩-১৯৭৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা দক্ষিণ ভবানীপুর, জে.এল.নং-১০১, থানা/উপজেলা দূর্গাপুর, জেলা নেত্রকোণা (সাবেক ময়মনসিংহ)।

আরএস দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৭০ (আংশিক)	০.০৪
৩৭১ (আংশিক)	০.০২
৩৭২ (আংশিক)	০.২৭
৩৭৩ (আংশিক)	০.০৩
৩৭৪ (আংশিক)	০.৮১
৩৭৬ (আংশিক)	০.০৬
৩৭৭ (আংশিক)	০.১০
	সর্বমোট=১.৩৩ একর।

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ঘ-ফরম
এল.এ কেস নং-৭০/৬৬-৬৭
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.১৫-৪৩৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৬-০৩-৬৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা লেপসিয়া, জে.এল.নং-৩৬৪(সিএস), উপজেলা খালিয়াজুরী, জেলা ময়মনসিংহ (বর্তমান নেত্রকোণা)।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
১৬০	০.২৬

মোট পরিমাণ=০.২৬ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ঘ-ফরম
এ কেস নং-০২/৮০-৮১
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.১৫-৪৩৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৩-১২-৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা খালিয়াজুরী, জে.এল.নং-৩৬১, উপজেলা খালিয়াজুরী, জেলা ময়মনসিংহ (বর্তমান নেত্রকোণা)।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
২৯১৫	০.২৩
২৯২৯	০.৪৮

মোট পরিমাণ=০.৭১ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ঘ-ফরম

এল এ কেস নং-০১/৮০-৮১

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.১৫-৪৩৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-১২-৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা মোবারকপুর, জে.এল.নং-৪৬৫(সিএস), উপজেলা আটপাড়া, জেলা ময়মনসিংহ (বর্তমান নেত্রকোণা)।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
২০৫৩	০.০৩
২০৫৭	০.০৭
২০৫৯	০.৯৪

মোট পরিমাণ=১.০৪ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ঘ-ফরম

এল এ কেস নং-৮/১৯৬৯-৭০

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.১৫-৪৩৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-১১-৬৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা জাহাঙ্গীরপুর, জে.এল.নং-২৯৭(সিএস), উপজেলা মদন, জেলা ময়মনসিংহ (বর্তমান নেত্রকোণা)।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৯৩	০.১৭

মোট পরিমাণ=০.১৭ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

ঘ-ফরম

এল এ কেস নং-৫১/৫৯-৬০

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৭.১৫-৪৩৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৬-৭-৬৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা লেপসিয়া, জে.এল.নং-৩৬৪(সিএস), উপজেলা খালিয়াজুরী, জেলা ময়মনসিংহ (বর্তমান নেত্রকোণা)।

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৪১	০.১০

মোট পরিমাণ=০.১০ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১৫

নং মশিবিম/শা-জামস/জেঃকমিটি-৭/৯৯(অংশ-১)/১০০—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার গাইবান্ধা জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা	পদবী
(১)	অধ্যাপক ফিরোজা বেগম	অধ্যাপক আশরাফ চৌধুরী	মাষ্টারপাড়া, গাইবান্ধা।	চেয়ারম্যান
(২)	মাহমুদা পারুল	মোঃ হাফিজুর রহমান	থানাপাড়া, গাইবান্ধা।	সদস্য
(৩)	সেলিনা আক্তার বানু রিনা	মোঃ আনারুল আজিম সামরুজ	পূর্বকোমরনই, মিয়াপাড়া, গাইবান্ধা।	সদস্য
(৪)	মিনু রানী মহন্ত	শ্রীযুক্ত বানু নাড়ু মহন্ত	ভগবানপুর, রামচন্দ্রপুর, গাইবান্ধা।	সদস্য
(৫)	মোছাঃ মাহফুজা বেগম পপি	মোঃ আবুল হোসেন সাদা	কোমরপুর, বল্লমঝাড়, গাইবান্ধা।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের অধ্যাপক ফিরোজা বেগম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত পত্র]
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩৫.০০.০০০০.০৩২.০৬.০২৬.২০১২-৯৯—MRT Line-6 প্রকল্পের Alignment-এর মিরপুর-ক্যান্টনমেন্ট অংশে রাস্তা প্রশস্তকরণের লক্ষ্যে পৃথক ডিপিপি প্রণয়নের প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে ২৯-১০-২০১৫ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৬ প্রকল্প), উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং মিরপুর ক্যান্টনমেন্টের প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

(১) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল, সওজ অধিদপ্তর

সদস্যবৃন্দ

(২) এমআরটি প্রকল্পের প্রতিনিধি

(৩) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর প্রতিনিধি

(৪) মিরপুর ক্যান্টনমেন্টের প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক বিভাগ

কমিটির কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করে মীরপুর ক্যান্টনমেন্ট বাইপাস সড়ক সমাপ্ত হলে MRT Line-6 প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ১ কিলোমিটার সড়কাংশ প্রশস্তকরণের প্রয়োজন আছে কি-না তা পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন;

(খ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন;

(গ) ৭ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলিফ রুদাবা
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

বৈদেশিক সহায়তা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩৫.০৩৩.০১৪.০০.০২৯.২০১১(অংশ-৩)-১০০—পলিসি এন্ড স্ট্রেটেজি ফর পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি), ২০১০ এর অনুচ্ছেদ ১১.৫.১ এবং গাইডলাইন ফর ফরমুলেশন, এ্যাপ্রাইজাল এন্ড এ্যাপ্রুভাল অব লার্জ প্রজেক্ট আন্ডার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি), ২০১০ এর অনুচ্ছেদ ২.৪ ও অনুচ্ছেদ ২.৫ অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক "পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) সড়কটি ৪-লেনে উন্নীতকরণ" প্রকল্পের জন্য Qualification and Tender Evaluation Commitee (QTEC) নিম্নরূপে গঠন করা হল:

আহ্বায়ক

(১) জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ সেল

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব শিশির কান্তি রাউৎ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ, ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু প্রকল্প ও সদস্য পিপিপি সেল

(৩) বেগম আলিফ রুদাবা, সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(৪) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ কর্তৃপক্ষের ১(এক) জন প্রতিনিধি

বহিঃসদস্যবৃন্দ

(৫) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১(এক) জন প্রতিনিধি

(৬) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের ১(এক) জন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৭) জনাব এ বি এম ছেরতাজুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক (ট্রানজেকশন এডভাইসরী সার্ভিস), সওজ, ঢাকা বাইপাস সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প

কমিটির কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ

প্রকল্পটি বিনিয়োগকারী নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট Request for Qualification ও Request for Proposal ডকুমেন্টসমূহের মূল্যায়ন এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ এবং Policy and Strategy for Public Private Partnership (PPP), ২০১০ এর সংস্থান অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলিফ রুদাবা
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ আশ্বিন ১৪২২/২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৫/২০১৪/২১০—যেহেতু, জনাব শ্যামল কৃষ্ণ বেপারী, ইন্সট্রাক্টর (শারীরিক শিক্ষা), পিটিআই, রংপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং এ প্রেক্ষিতে ২৭-১০-২০১৪ তারিখে বিভাগীয় মালার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য মন্ত্রণালয়ের ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের নির্দেশে জনাব এস,এম, ফারুক, উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অপরাধের কারণে তাকে কেন চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হবে না সে মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি এবং সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় তাকে লঘুদণ্ড দেয়া সমীচীন হবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, জনাব শ্যামল কৃষ্ণ বেপারী, ইন্সট্রাক্টর (শারীরিক শিক্ষা), পিটিআই, রংপুর-কে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) উপবিধি অনুযায়ী টাইম স্কেলের নিম্নস্তরে অর্থাৎ ১৫,৭০০/- টাকার স্কেলে অবনমনের লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মেছবাহ উল আলম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৬ কার্তিক ১৪২২/১০ নভেম্বর ২০১৫

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৪/২০১৫-২২৮—যেহেতু, জনাব মোঃ আফতাব উদ্দিন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নকলা, শেরপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে গত ০৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৪/২০১৫-৭৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দালিখ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে জানা যায়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতে, জনাব মোঃ আফতাব উদ্দিন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নকলা, শেরপুর)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

তারিখ, ২৮ কার্তিক ১৪২২/১২ নভেম্বর ২০১৫

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৭/২০১৩-২৩১—যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মনোহরদী, নরসিংদী (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) উপবিধি মোতাবেক অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা- ১৭/২০১৩-২১৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তাকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম স্লিপ কার্যক্রমের জন্য অব্যয়িত ২৯,১০,০০০/- (উনত্রিশ লক্ষ দশ হাজার) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ২৬-৬-২০১৩ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছেন এবং যেহেতু উক্ত জমার স্বপক্ষে ব্যাংক বিবরণী দাখিল করেছেন;

যেহেতু, মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের জবাব ও মামলা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সার্বিক বিবেচনায় তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মনোহরদী, নরসিংদী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপবিধি মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৮/২০১৪-২৩৩—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, খাগড়াছড়ি-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) উপবিধি মোতাবেক অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে গত ১১ মে, ২০১৪ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা- ৮/২০১৪-৩৯৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি; এবং

যেহেতু, মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের জবাব ও মামলা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সার্বিক বিবেচনায় তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল লফিত, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, খাগড়াছড়ি-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপবিধি মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মেছবাহ উল আলম
সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

আদেশাবলী

তারিখ, ২৪ কার্তিক ১৪২২/৮ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৬৫.১৪.৭৮—যেহেতু, জনাব তারিক সালমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা (পূর্ববর্তী কর্মস্থল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, চান্দিনা, কুমিল্লা) এর বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী কর্মস্থল উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চান্দিনা, কুমিল্লা এ কর্মরত অবস্থায় প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপকাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাত করার অভিযোগ পাওয়া যায়; এবং

যেহেতু, কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায় প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপকাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা

পাওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) ও (ডি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০৫/১৪, তারিখ ১৩-৭-২০১৪) রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশ গ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করা হয়, প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে গাফিলতি পরিলক্ষিত হলেও দুরভিসন্ধি প্রতীয়মান হয়নি এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল আর করবেন না মর্মে অঙ্গীকার করেন; এবং

সেহেতু, এক্ষণে জনাব তারিক সালমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা (পূর্ববর্তী কর্মস্থল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, চান্দিনা, কুমিল্লা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হলেও দুরভিসন্ধি প্রতীয়মান না হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি-৪(২)(এ) মোতাবেক আপনাকে 'তিরস্কার' দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৬৬.১৪.৭৯—যেহেতু, জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ এর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপকাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ পাওয়া যায়; এবং

যেহেতু, সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপকাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) ও (ডি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০৭/১৪, তারিখ ১৩-০৭-২০১৪) রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশ গ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে গাফিলতী পরিলক্ষিত হলেও দুরভিসন্ধি প্রতীয়মান হয়নি এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল আর করবেন না মর্মে অঙ্গীকার করেন; এবং

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হলেও দুরভিসন্ধি প্রতীয়মান না হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি-৪(২)(এ) মোতাবেক তাকে 'তিরস্কার' দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

তারিক-উল-ইসলাম
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ৮ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৯.২০১৩-৭৩০—যেহেতু, ডাঃ মোঃ শরীফ আহমেদ (১২৬০৭০), সহকারী সার্জন, গজারিয়া ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পলাশ, নরসিংদী গত ১২-০৮-২০১৩ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫-৩-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৯.২০১৩-১৮৪ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ১৮-০৬-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৯.২০১৩-৩৩৫ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ০৭-০৯-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০২৫.২০১৫.৩১৩ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৬-১০-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ শরীফ আহমেদ (১২৬০৭০), সহকারী সার্জন, গজারিয়া ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পশাল, নরসিংদীকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১২-০৮-২০১৩ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৯ অক্টোবর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৭.২০১৫-৭১৯—যেহেতু, ডাঃ নুরে নাজনীন (১০০৭৬৬৮), সহকারী সার্জন, নাংলা ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মেলান্দহ, জামালপুর, সংযুক্ত-শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর (প্রাক্তন সহকারী সার্জন, কোনাবাড়ী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সদর, গাজীপুর) গত ১৪-৫-২০১৩ তারিখ হতে ২৫-০৭-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৩-০৮-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৭.২০১৫-৫৩৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৭-১০-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ নুরে নাজনীন (১০০৭৬৬৮), সহকারী সার্জন, নাংলা ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মেলান্দহ, জামালপুর, সংযুক্ত-শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ১৫-০৫-২০১৩ তারিখ হতে ২৫-০৭-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

তারিখ, ৩ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৪.২০১৩-৭২৪—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আলী আসগর বুলবুল (৪৩২২৫), মেডিকেল অফিসার (সিএস), সিভিল সার্জন অফিস, ফরিদপুর (প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, সার্জারী, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ) বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১০-০৩-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৪.২০১৩-২৭০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে কেন 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৭-১০-২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ আলী আসগর বুলবুল (৪৩২২৫), মেডিকেল অফিসার (সিএস), সিভিল সার্জন অফিস, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত, বিভাগীয় মামলার ২য় নোটিশের জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ১৪-১২-২০১১ তারিখ হতে ১২-০৫-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৫.২০১৫-৭২৫—যেহেতু, ডাঃ মোসনেত আরা বেগম (৩২৭৫২), কিউরেটর, এনাটমি বিভাগ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া গত ১৮-০৩-২০১৩ তারিখ হতে বিনানুমিতেতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৮-০৭-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৫.২০১৫-৪৫৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৭-১০-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোসনেত আরা বেগম (৩২৭৫২), কিউরেটর, এনাটমি বিভাগ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ০১-১১-২০১৩ তারিখ হতে ৩০-১১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১০.২০১৫-৭২৬—যেহেতু, ডাঃ শায়লা খান (১১১২৭৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, ৫০ শয্যাবিশিষ্ট টংগী হাসপাতাল, গাজীপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২৮-০৯-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১০.২০১৫-৬৩৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৭-১০-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ শায়লা খান (১১১২৭৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, ৫০ শয্যাবিশিষ্ট টংগী হাসপাতাল, গাজীপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৪৮.২০১৪-৭২৭—যেহেতু, ডাঃ পারভেজ হোসেন (১১৩১২৭), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, ৫০ শয্যাবিশিষ্ট টংগী হাসপাতাল, গাজীপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২৮-০৯-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১০.২০১৫-৬৩৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৭-১০-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ পারভেজ হোসেন (১১৩১২৭), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, ৫০ শয্যাবিশিষ্ট টংগী হাসপাতাল, গাজীপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

তারিখ, ১০ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৭.২০১৫-৭৪২—যেহেতু, ডাঃ মোঃ ইকবাল হোসেন (১২১১৩১), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ গত ০১-০৪-২০১৫ তারিখ হতে ০৭-০৭-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ০৮-০৯-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৭.২০১৫-৫৮৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৮-১০-২০১৫ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানির সময় তিনি জানান যে, ২০১৪ইং সালের ডিসেম্বর মাসে তার বৃদ্ধ পিতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসা করানো ও পারিবারিক অন্যান্য প্রয়োজনে তিনি ১-১-২০১৫ইং থেকে ৩১-০৩-২০১৫ইং পর্যন্ত অর্জিত ছুটি গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তার বৃদ্ধ মাতাও অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি যথাসময়ে কর্মস্থলে যোগদান করতে পারেননি। তিনি তাঁর অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ ইকবাল হোসেন (১২১১৩১), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতাদি তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ১-৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে ০৭-০৭-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

তারিখ, ১১ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৩.২০১৫-৭৫২—যেহেতু, ডাঃ জেরীন শাম্মী রহমান খান (১১৪৭৩০), রেজিস্ট্রার (কার্ডিওলজি), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ০১-০০-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৩.২০১৫-৬৪৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ–দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ০৪-১১-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি জানান যে, অধ্যয়নসহ আনুষঙ্গিক কার্য যথা প্রজেক্ট ওয়ার্ক এবং Convocation এ অংশ-গ্রহণের কারণে তার বাংলাদেশে ফিরতে এবং কর্মস্থলে যোগদান করতে বিলম্ব হয়। তিনি গত ১১-১১-২০১৪ ইং তারিখ হতে Convocation এ অংশগ্রহণ করে তার সনদপত্র সংগ্রহ করেন। Convocation সম্পন্ন হওয়ার পর বাংলাদেশে ফেরার টিকেট পেতে তার বিলম্ব হয়। এছাড়াও তিনি Scotland এর Glasgow নগরীতে অবস্থান করায় এবং উক্ত স্থানে বাংলাদেশের কোন হাইকমিশন বা কনসুলেট না থাকায় তিনি কোন পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি গত ১০-১২-২০১৪ তারিখে দেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে যোগদান করেন এবং তার ২৭-০৯-২০১৪ হতে ০৯-১২-২০১৪ পর্যন্ত সময়কে অর্জিত ছুটি হিসেবে মঞ্জুরের আবেদন করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ জেরীন শাম্মী রহমান খান (১১৪৭৩০), রেজিস্ট্রার (কার্ডিওলজি), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ২৭-০৯-২০১৪ হতে ০৯-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

তারিখ, ১৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৭.২০১৫-৭৬৮—যেহেতু, ডাঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শমশের নাহিদ (১১১৭৯২), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত: সহকারী অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১৪-১০-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৭. ২০১৪-৭৯০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত নয় মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শমশের নাহিদ (১১১৭৯২), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত: সহকারী অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.১১৮.২০১৩-২৭০—যেহেতু, আপনি ডাঃ তানবীর আল মিসবাহ, মেডিকেল অফিসার, গোপালনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ধুনট, বগুড়া এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধির আওতায় 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে আপনাকে উল্লিখিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এক্ষণে, সেহেতু, কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক সরকারি "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করা হবে না, তার কারণ এ বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক চিঠি প্রাপ্তির ০৭ (সাত) টি কর্মদিবসের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

তারিখ, ১৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৪৭.২০১৪-২৭৬—যেহেতু, আপনি ডাঃ শাহ মঈন উদ্দিন চৌধুরী (১২১৯৭৭), মেডিকেল অফিসার, পটিয়া, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধির আওতায় 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে আপনাকে উল্লিখিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এক্ষণে, সেহেতু, কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক সরকারি "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করা হবে না, তার কারণ এ বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক চিঠি প্রাপ্তির ০৭ (সাত) টি কর্মদিবসের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫

নং **২৯.০০.০০০০.২১৩.৩১.০১৭.১২-৩৯৭**— গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম (পরিচিতি নং ১১২৪৭) গত ০৯-১২-২০১৫ তারিখ দুপুর ১.১৫ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর ০৪ মাস ২৫ দিন।

২। মরহুম মোঃ নুরুল ইসলাম বিগত ১৫-০৭-১৯৬৪ তারিখ টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার মাঝপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৪-০১-১৯৯০ তারিখে সাঁট-লিপিকার পদে সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ০৮-১১-২০১২ তারিখে সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদে পদোন্নতি পান। তিনি কর্মজীবনে একজন সৎ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে মরহুম মোঃ নুরুল ইসলাম এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এনডিসি
সচিব।